কবিতা/গল্প প্রকাশ

নিজস্ব লেখা "কবিতা/গল্প" সংবাদপত্রে প্রকাশিত করতে - ৯০৬২৮৬৭৯২১

হাওড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক

এই যুগ

EI YUG

ডাউনলোড "এই যুগ অ্যাপ"

এই যুগ এর নিজস্ব ওয়েবসাইট eiyug.in থেকে ডাউনলোড করুন "এই যুগ অ্যাপ"

ইন্টারনেট সংস্করণ- eiyug.in RNI: WBBEN/2020/81746

PAGE | পৃষ্ঠা- 4 [PRICE | মূল্য- 2]

HOWRAH | হাওড়া ● DAILY | দৈনিক ● 30 MAY 2026 ,SATURDAY | ৩০ মে ২০২৬ ,শনিবার ● VOLUME | বর্ষ-6 ● ISSUE | সংখ্যা-177

৩০ মে থেকে রাজ্যে চালু 'স্বচ্ছ অ্যাপ', জানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল

এই যুগ ,কলকাতা ,২৯ মে : সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে নয়া উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। এবার রাস্তা ঘাট সহ আপনার পাড়ায় ময়লা আবর্জনা জমলে ,নিজেই মোবাইল এর মাধ্যমে ছবি তুলে পাঠিয়ে জায়গাটি সহজেই পরিষ্কার করাতে পারবেন। সমাজ কে পরিচ্ছন্ন করতে এই রকম বিশেষ "স্বচ্ছ অ্যাপ " চালু করতে চলেছে রাজ্য ।আগামীকাল ৩০ মে শনিবার রাজ্যে চালু হচ্ছে 'স্বচ্ছ অ্যাপ'। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন ,স্বচ্ছ, স্মার্ট ও আধুনিক বাংলার পথে আরও এক নতুন পদক্ষেপ — 'স্বচ্ছ' অ্যাপের সূচনা।পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উন্নত বাংলা গড়ার কাজে এবার প্রযুক্তিই হবে সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় সঙ্গী। রাস্তা, নিকাশি, আবর্জনা কিংবা নাগরিক পরিষেবার সমস্যা — সবকিছুই এবার আপনার হাতের মুঠোয় থাকবে। এই উদ্যোগ শুধু একটি অ্যাপ নয়, বরং মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলা এক নতুন দায়িত্ববোধের যাত্রা। পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এও বললেন, 'রাজ্যকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং মানুষকে সচেতন করতেই এই স্বচ্ছ অ্যাপ । প্রথম তিন মাস ধরে সচেতনতামূলক প্রচার করা হবে। মানুষ যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেলেন ,এই ব্যাপারে সবাইকে বোঝানো । ১০০ মিটার অন্তর ডাস্টবিন বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে । শুধু নোংরার ছবি পাঠানো নয় ,এই স্বচ্ছ অ্যাপ এর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত নিয়মকানুনও জানতে পারবেন সাধারণ মানুষ। পুরসভার কোনও পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ থাকলে 'স্বচ্ছ অ্যাপে' জানানো যাবে । রাজ্য সরকার সেই সব অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তিও করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এছাড়াও মন্ত্রী জানান তিন মাস পরে থেকে চালু হবে জরিমানা। সরকারি সচেতনতা প্রচার শেষ হওয়ার পরে আর যেখানে সেখানে নোংরা ফেলা যাবে না ,নইলে দিতে হবে জরিমানা ।

আচমকা ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাতে রাজ্যে মৃত সাত ,মৃতের পরিবার পিছু চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সুকুমার রঞ্জন সরকার ,এই যুগ ,হাওড়া ,২৯ মে: শুক্রবারের দুপুরের পর দক্ষিনবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় আচমকাই শুরু হয় ব্যপক ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাত। রাজ্যে মৃত্যু হয় সাত জনের। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কলকাতা, সল্টলেক,দুই চব্বিশ পরগনা,হাওড়া,হুগলী,মেদিনীপুর, পুরুলিয়া সহ অন্যান্য জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। ভেঙ্গে পড়ে বহু ঘরবাড়ি। গাছপালা ভেঙ্গে পড়ে রাস্তার উপর, বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙ্গে তার ছিড়ে বহু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তড়িঘড়ি নবান্নে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ্যে সাত জনের মৃত্যু ও ব্যপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে জানান প্রতি পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করা হবে। এই অর্থ স্থানীয় বিধায়ক ও জেলাশাসকদের মাধ্যমে দ্রুত প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গুলিতে সমীক্ষা করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্ধারন করে দ্রুত রিপোর্ট দিতে জেলা প্রশাসনগুলিকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গাছপালা সরিয়ে দ্রুত রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে যুদ্ধকালীন তৎপররতায় কাজ শুরু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান সমস্ত কাজের তদারকির দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে চালু হোল্ডিং সেন্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,জলপাইগুড়ি ,২৯ মে : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জেলায় জেলায় নির্দেশ পাঠিয়েছেন ধরো আর পার করো। এই নির্দেশের পর পরই নড়েচড়ে বসেছে প্রতিটি জেলা প্রশাসন। জানা গেছে বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী যাদের সাজা শেষ হবার পরও দেশে ফেরত পাঠানো বাকী এবং অবৈধভাবে বসবাসকারী বিদেশীদের চিহ্নিত করে তাদের অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য অনুপ্রবেশকারীদের তাদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে তিরিশ দিনের মধ্যেই ফেরত পাঠানো হবে। এই সময় তাদের অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য বিভিন্ন জেলায় চালু করা হয়েছে হোল্ডিং সেন্টার। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের ফাটাপুকুর বাজারে পুরনো মার্কেট কমপ্লেক্সটিতেই অস্থায়ী হোল্ডিং সেন্টার চালু করেছে জেলা প্রশাসন।

আলিপুরদুয়ারে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিলি বিধায়কের

মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,২৯ মে : আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় জনগণের ঘরে ঘরে গিয়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম হাতে তুলে দিলেন আলিপুরদুয়ার বিধায়ক পরিতোষ দাস। এদিন আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের বিডিও এবং আলিপুরদুয়ার বিধায়ক পরিতোষ প্রতিকি এলাকার কয়েকজনের বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের হাতে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আবেদনের ফর্ম তুলে দেন। আলিপুরদুয়ার বিধায়ক পরিতোষ দাস জানান গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে ফর্ম মিলবে এবং জনগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম পৌছে দেওয়া হবে। কেউ যেন অযাথা চিন্তিত না হয় এই ফর্মের জন্য কাউকে কোনো টাকা খরচ করতে হবেনা।

পূর্ব শালবাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫০০ লিটার অবৈধ মদ নষ্ট করল পুলিশ

মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,২৯ মে : শুক্রবার কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা-বারবিশা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়ি গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫০০ লিটার অবৈধ মদ নষ্ট করল পুলিশ। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এদিন বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ পূর্ব শালবাড়ি গ্রামের ১২টি বাড়িতে অভিযান চালায়। বারবিশা ফাঁড়ির এসআই পরিমল রায়ের নেতৃত্বে চলে ওই অভিযান। ওই এলাকার বেশ কিছু বাড়িতে অবৈধ মদের রমরমা কারবার চলছিল বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ আসে। খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালিয়ে ৫০০ লিটার মদ নষ্ট করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধ মদের রমরমা রুখতে এই ধরনের অভিযান আগামীদিনেও চলবে।

পাচারের পথে উদ্ধার আটটি গরু ,গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,কোচবিহার ,২৯ মে : কোচবিহার জেলা পুলিশের বক্সীরহাট থানার পুলিশ গোপন সুত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোরে অসমগামী জাতীয় সড়কে একটি পিক আপ ভ্যান আটক করে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীতে পিক আপ ভ্যান থেকে উদ্ধার হয় আটটি গরু। গরু গুলি পরিবহনের কোনো বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় পুক আপ ভ্যানের চালক ও তার সহকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গরু সহ পিক আপ ভ্যানটি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনী ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার তাদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান গরুগুলি অসমে পাচারের উদ্দ্যেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পরবর্তী পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত বিধানসভার মাননীয় স্পিকার

ভাস্কর সেহানবিশ ,এই যুগ ,কোচবিহার ,২৯ মে : আজ কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হলে কোচবিহারের বিভিন্ন দপ্তরকে নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহার বিধানসভার স্পিকার তথা দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক রথীন্দ্র বোস উপস্থিত থেকে মাননীয় অতিরিক্ত জেলাশাসক সহ প্রশাসনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকটি পরিচালনা করেন । এই বৈঠকে , জনপরিষেবা আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করা, জেলার উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।মাননীয় স্পিকার জানান ,"সকল দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে কোচবিহার জেলার সার্বিক উন্নয়ন আরও শক্তিশালী ও গতিশীল হবে বলে আমার মনে হয় এবং এই বিষয়ে আমি যথেষ্ট আশাবাদী ।

তৃণমূল নেতার কোমরে দড়ি এলাকায় ,চিৎকার চোর চোর বলে

মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,২৯ মে : দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতাকে কোমরের দড়ি বেঁধে তার এলাকায় ঘোরালো পুলিশ। দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের মাঝের ডাবড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতা মানস রায়। গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে সরকারি কাজ দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা তছরুপ করেছেন মানস রায়। বুধবার রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ তার বাড়ি থেকেই তাকে গ্রেফতার করে শামুকতলা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার মানসকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালত থেকে নয় দিনের পুলিশ হেফাজতে আনে শামুকতলা থানার পুলিশ। শুক্রবার বেলা বারোটা শামুকতলা থানার পুলিশ অফিসাররা মানসকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের হলদিবাড়ি চৌপথি এলাকায় গাড়ি থেকে নামিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে হাতে হ্যান্ডকাফ লাগিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে নিয়ে আসে। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদের উপস্থিতিতে মাঝের ডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আটটি ফাইল বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এদিন শামুকতলা থানার ওসি সহ শামুকতলা রোড ফাঁড়ি ওসি সঞ্জীব মোদক এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা মানপকে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নিয়ে আসেন। প্রায় ১০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে। এর মধ্যে পুলিশ ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার দুর্নীতির নথিপত্র হাতে পেয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে আজকে আরো আটটি ফাইল উদ্ধার হয়েছে সেই ফাইলগুলো থেকে আরও বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মাঝেরডাবরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন বুবন রায়। তার স্ত্রী প্রধান থাকাকালীন বকলমে তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনা করতেন এমনকি প্রধানের স্বাক্ষর তিনি নিজেই করে দিতেন এমনটাও অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি সেই সময়ে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রচুর টাকা তছরুপ করেছেন তিনি। এদিন মানসকে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর এলাকায় নিয়ে আসার পর এলাকার বাসিন্দারা চোর চোর বলে চিৎকার করতে থাকে। প্রচুর পরিমাণ জনতা উপস্থিত ছিল মানসকে দেখার জন্য।

সমব্যথির টাকা তছরুপ ,প্রধানকেই ঘিরে বিক্ষোভ রাত পর্যন্ত

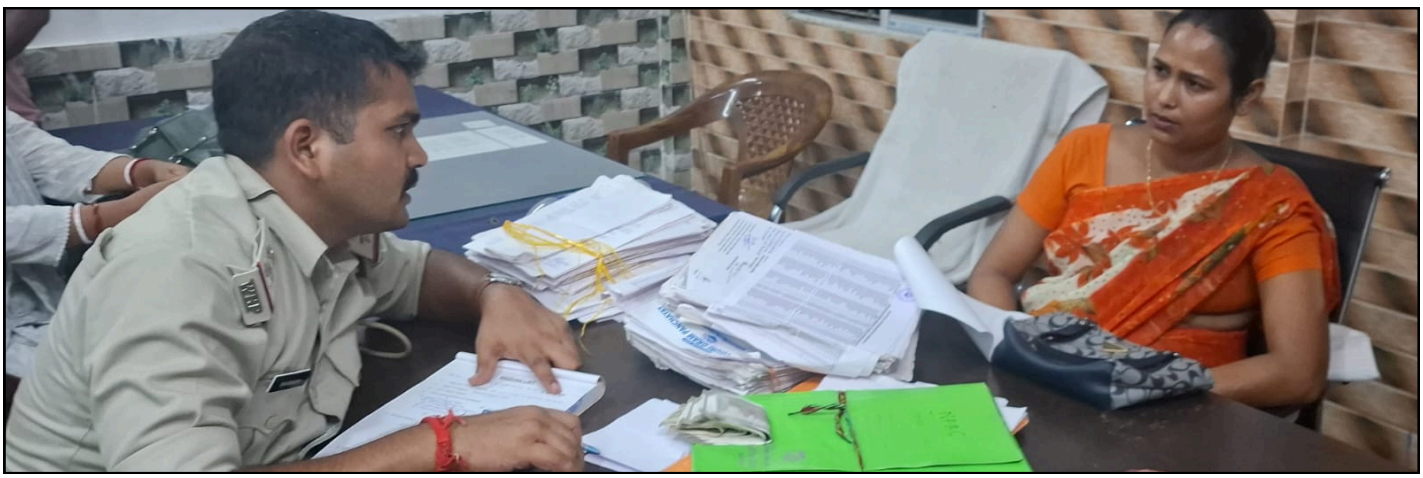

মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,২৯ মে : সমব্যথির টাকা তছরুপের অভিযোগে মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে কয়েক ঘন্টা আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী এবং নেতৃত্বরা। অবশেষে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে গিয়ে আঠারো হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেন। বাজেয়াপ্ত করেন বেশ কিছু কাগজপত্র। শুক্রবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধান এবং উপপ্রধানের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় পুলিশ ফাঁড়িতে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উজ্জ্বলা রায় জানিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মীদের ভুলের জন্যই সমব্যথির টাকা পাননি গরীব মানুষেরা। এছাড়াও গরিব মানুষের মৃত্যু কালীন ঘটনায় ৪০ হাজার টাকা পান দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারের কর্মকর্তা। গত দু'বছর ধরে সেই ফাইল আলমারিতে তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে পাঠানো হয়নি ব্লক অফিসে যার ফলেই গরিব মানুষ সেই টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

জাল ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্প ব্যবহার করে নেপালে প্রবেশের চেষ্টায় আট দুই থাই মহিলা

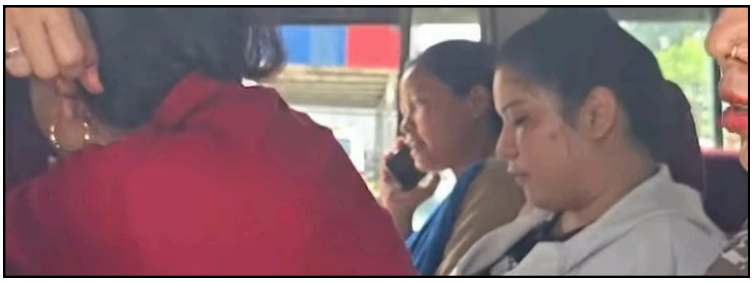

নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,শিলিগুড়ি ,২৯ মে : জাল ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্প ব্যবহার করে নেপালে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে বৃহস্পতিবার ইন্দো নেপাল সীমান্তের খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি চেকপোস্টে সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানদের হাতে আটক হলেন দুই থাই মহিলা। জানা গেছে এদিন থাইল্যান্ডের দুই মহিলা নেপালে প্রবেশের জন্য চেকপোস্টে কর্তব্যরত সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানদের হাতে তাদের কাগজপত্র দেন। কাগজ পত্র খতিয়ে দেখার সময় ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্প দেখে জওয়ানদের সন্দেহ হয়। জওয়ানরা সন্দেহ নিরসনের জন্য সীমান্তে থাকা ইমিগ্রেশন দপ্তরে যোগাযোগ করেন। ইমিগ্রেশন দপ্তর থেকে জানানো হয় দুই থাই মহিলার নামে কোনো ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্প তারা ইস্যু করেনি। এই খবর পেয়ে সশস্ত্র সীমা বলের জওয়ানরা দুই মহিলাকে আটক করেন ও খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে দুই মহিলার বিরুদ্ধে জাল ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্প ব্যবহার করে নেপালে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করে মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃত দুই মহিলার নাম পিমচানোক কেটলা ও চিনতারা বুদ্দাফং,দুজনেই থাইল্যান্ডের বাসিন্দা। ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। ধৃত দুই মহিলা যে গাড়ি করে সীমান্তে এসেছিলেন সেই গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ায় সন্দেহ আরও তীব্রতর হয়। পরে পুলিশ পলাতক চালককেও গ্রেপ্তার করে। ধৃত দুই মহিলার কাছে বৈধ নথিপত্র থাকা সত্বেও তারা জাল ইমিগ্রেশন স্ট্যাম্প কেন ব্যবহার করেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিলাসবহুল গাড়িতে পাচার হচ্ছিলো গাঁজা , ধরলো পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,কোচবিহার ,২৯ মে : কোচবিহার জেলা পুলিশের কোতোয়ালি থানার পুলিশ গোপিন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের ঢাকেশ্বরী কলোনীর একটি বেসরকারি সংস্থার অফিস লাগোয়া এলাকায় একটি চার চাকার বিলাসবহুল ছোট গাড়ি আটক করে তল্লাশী চালায়। তল্লাশীতে গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় চারটি কার্টুনে রাখা ৪২ কেজি দুশো ষাট গ্রাম গাঁজা। গ্রেপ্তার করা হয় গাড়ির চালককে, বাজেয়াপ্ত করা হয় গাড়ি সহ গাঁজা। পুলিশ সূত্রে জানানো হয় গাঁজা উদ্ধার বাজেয়াপ্ত ও গ্রেপ্তারি পর্ব এন ডি পি এস আইনের নির্দেশিকা মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস আইনের নির্দিষ্ট আইনী ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতকে শুক্রবার কোচবিহার জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ পরবর্তী পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে।

অবৈধভাবে বালি পাথর পচার রুখে দিলো পুলিশ ,বাজেয়াপ্ত একটি পাথর বোঝাই ডাম্পার

নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,মেখলিগঞ্জ ,২৯ মে : অবৈধভাবে বালি পাথর পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেলো কোচবিহার জেলা পুলিশের মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে পুলিশ শুক্রবার সকালে মেখলিগঞ্জ থানার সামনে একটি পাথর বোঝাই ডাম্পার আটক করে। ডাম্পার ও পাথরের কোনো বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ডাম্পারটিকে বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসা হয় ও চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে আদালতে পেশ করা হয়েছে ও এই চক্রের সন্ধানে তদন্ত জারী রেখেছে পুলিশ।

উদ্ধার ষোলোটি চোরাই গ্যাস সিলিন্ডার ,গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,জলপাইগুড়ি ,২৯ মে : জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের কোতোয়ালি থানার পুলিশ দুটি গ্যাস সিলিন্ডার চুরির তদন্তে নেমে বড় সাফল্য পেলো। জানা গেছে থানা এলাকার ধাপগঞ্জের বাসিন্দা সম্রাট দাস মে মাসের সাতাশ তারিখ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে জানান মে মাসের ষোলো তারিখ রাতে তার দোকান থেকে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার চুরি হয়ে যায়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে গোপন সুত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ থানা এলাকার রবি রায় নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। রবি রায়ের দেওয়া তথ্য অনুসারে পুলিশ শুক্রবার উদ্ধার করে ষোলোটি চোরাই গ্যাস সিলিন্ডার। পুলিশ জানিয়েছে এই গ্যাস সিলিন্ডার গুলি গত এক মাসের মধ্যে থানার অন্তর্গত গড়ালবাড়ি,মন্ডলঘাট,খাড়িয়া এলাকা থেকে রবি চুরি করে। রবির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইনী ধারায় মামলা রুজু করে শুক্রবার আদালতে পেশ করা হয়েছে।

EI YUG | EDITOR - SUROJIT MALICK | OWNER - SUROJIT MALICK | PUBLISHED BY SUROJIT MALICK FROM BANKRA DAKSHIN PALLY ,P.O-BANKRA ,P.S-DOMJUR ,DISTRICT-HOWRAH ,PIN-711403 , STATE-WEST BENGAL | PRINTED BY SUROJIT MALICK AT "EI YUG NEWSPAPER PUBLISHING HOUSE" ,BANKRA DAKSHIN PALLY ,P.O-BANKRA ,P.S-DOMJUR ,DISTRICT-HOWRAH , STATE-WEST BENGAL , PIN-711403 | CONTACT NO- 9062867921 ,9836753661 | EMAIL- EIYUGNEWSPAPER@GMAIL.COM ,NEWSPAPEREIYUG@GMAIL.COM | RNI : WBBEN/2020/81746 |